গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
Web: www.ntcc.gov.bd

স্মারক নং: স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/ধো.তা.নি.কৌ./২০১৭/ তারিখ: ১০-০১-২০২০ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

'ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র' জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ/২৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ থেকে বাস্তবায়ন হবে।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
১০-০১-২০২১ খ্রি.
মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব ও সমন্বয়কারী
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
ফোন: ৯৫৮৫১৩৫
Email: info@ntcc.gov.bd

স্মারক নং: স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/ধো.তা.নি.কৌ./২০১৭/ ৯০০৯

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
০৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড /বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর / বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) / মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
০৬। পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল /ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।
০৭। জেলা প্রশাসক (সকল) এবং সভাপতি, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স।
০৮। সিভিল সার্জন (সকল) এবং সদস্য সচিব, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স।
০৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। (প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) / উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (সকল)।
১৪। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা / জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর / উপজেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর (সকল)।
১৬। সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট/তামাক বিরোধী নারী জোট (সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহকে জানানোর অনুরোধসহ) ।

২৭/০১/২০২১
মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব ও সমন্বয়কারী
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
Web: www.ntcc.gov.bd

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র

Smokeless Tobacco Products Usage (Control) Strategy Paper

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক তামাক সেবনকারীদের মধ্যে বেশীরভাগ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭ অনুযায়ী, দেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠির ৩৫.৩% (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) তামাক সেবন করেন। এর মধ্যে ১৮% বা ১ কোটি ৯২ লক্ষ জনগোষ্ঠী (৩৬.২% পুরুষ ও ০.৮% নারী) ধূমপান করেন এবং ২০.৬%বা ২ কোটি ২০ লক্ষ জনগোষ্ঠী (১৬.২% পুরুষ ও ২৪.৮% নারী) ধোঁয়াবিহীন বিভিন্ন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার/সেবন করেন। অর্থাৎ দেশে ধূমপানের চাইতে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীর সংখ্যা বেশি। যারা ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন, তাদের ১৮.৭% বা ২ কোটি জনগোষ্ঠী (১৪.৩% পুরুষ ও ২৩% নারী) পানের সঙ্গে তামাক (সাদাপাতা/আলাপাতা, জর্দা ইত্যাদি) ব্যবহার করেন এবং ৩.৬% বা ৩৯ লক্ষ জনগোষ্ঠি (৩.১% পুরুষ ও ৪.১% নারী) মাড়িতে গুল ব্যবহার করেন।

তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ (ধারা ৫), শিশুদের নিকট তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বা তাদের দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ (ধারা ৬ক) এবং তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার মোড়ক, কার্টন, প্যাকেট, কৌটায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের বিধান (ধারা ১০) ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য দু'টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু ধোঁয়াবিহীন তামাকের সহজলভ্য উপাদান (শুকনো তামাক পাতা, যা সাদাপাতা বা আলা পাতা নামে পরিচিত) মোড়কের আওতায় না থাকায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সংক্রান্ত আইনের বিধান প্রয়োগ করা যায় না। আইনে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যকে সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও জনসমাগমস্থলে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে সাদাপাতা/আলা পাতা, জর্দা, কিমাম, খৈনি, গুল- দাঁতের মাজন, পান মসলা, সুপারি মশলা ইত্যাদি বহুল প্রচলিত। গ্রামীণ জনসাধারণ ও স্বল্প আয়ের মানুষের বিশেষ করে নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার ব্যাপক। এর অন্যতম কারণ, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সামাজিক বিধি-নিষেধ নেই। তাছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে জনসাধারণ যথেষ্ট সচেতন নয়।

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বিশেষ করে চর্বনযোগ্য তামাক (চুইং টোবাকো) ব্যবহারের ফলে মুখের ক্যানসার হয়। এছাড়া মুখগহবরের মধ্যে -dental caries, gingival recession, tooth attrition, oral sub mucous সহ অন্যান্য মারাত্মক রোগের মধ্যে fibrosis, cardiovascular disease (risk factors), hypertension, diabetes, reproductive health problems, low birth weight babies and overall mortality প্রভৃতির প্রবণতা বেড়ে যায়। এছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীগণ যত্রতত্র থুথু ফেলে পরিবেশ দূষণ ও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে থাকেন। বিশেষ করে, যক্ষার মত ছোঁয়াচে রোগ রোগীর থুথুর মাধ্যমেই বেশী ছড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে কার্যকরভাবে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নরূপ কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হল:

১। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ থেকে এ কৌশলপত্র কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা: (১) বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হইলে এ কৌশলপত্রে-

(ক) **'তামাক'** অর্থ 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত)'-এর ২ ধারার (খ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'তামাক'**।

(খ) **'তামাকজাত'** দ্রব্য অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'তামাকজাত দ্রব্য'**।

(গ) **'পাবলিক প্লেস'** অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'পাবলিক প্লেস'** -কে বুঝাবে।

(ঘ) **'পাবলিক পরিবহন'** অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'পাবলিক পরিবহন'** -কে বুঝাবে।

(ঙ) **'ব্যক্তি'** অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'ব্যক্তি'** -কে বুঝাবে।

(চ) **'বিধি'** অর্থ 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫'।

(ছ) **'পণ্য'** অর্থ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ২ ধারার ১১ উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'পণ্য'**।

(২) এই কৌশলপত্রে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি, সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন ও বিধিমালায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে প্রযোজ্য হবে।

৩। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

(ক) জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ:

(১) জনসাধারণ/ভোক্তাদের সচেতনতা তৈরির কোন বিকল্প নেই। আমাদের সমাজে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন সামাজিক বিধি নিষেধের সম্মুখীন হতে হয় না। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন/ব্যবহারজনিত ক্ষতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে যা নিরসনের জন্য ব্যপক প্রচারণা চালাতে হবে। সরকারের জনসংযোগমূলক যে কোন কার্যক্রমের সাথে তামাক বিরোধী প্রচারণা সংযুক্ত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ কমিউনিটি ক্লিনিক/ সকল ধরণের মিডিয়া/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/ সুশীল সমাজ/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/ পেশাপজীবি সংগঠনসমূহের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো;

(২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে প্রচারিত বার্তায় ধূমপানের পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাক পরিত্যাগের বার্তা প্রচার করা।

(খ) পর্যায়ক্রমে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ: তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত মারাত্মক ক্ষতি হতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় পর্যায়ক্রমিকভাবে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ:

(১) **ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদক ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ:** দেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। দেশে কত সংখ্যক কারখানায় বা অন্য কোন ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে কি পরিমাণ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তার কোন সঠিক হিসাব সরকারিভাবে নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কর্তৃক এসব দ্রব্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদকদের লাইসেন্স গ্রহণ এবং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(২) **অন্যান্য পণ্য বা দ্রব্যের সাথে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার/ মিশ্রণ বন্ধকরণ:** পান-সুপারি মশলায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু তা ঘোষণা করা হয় না, যা ভোক্তাদের সহিত প্রতারণার সামিল। ফলে ভোক্তাগণ অজান্তেই তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এরূপ অন্য যে কোন পণ্য বা দ্রব্যের সাথে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বা মিশ্রণ বন্ধ করা (এফসিটিসি আর্টিকেল-৯ ও ১০);

(৩) **তামাকজাত দ্রব্যের সাথে মিষ্টিদ্রব্য/ মশলা/ সুগন্ধি/ আসক্তিমূলক দ্রব্য/রঙ ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ:** সাধারণভাবে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বা সেবনের জন্য আকর্ষণীয় নয়। এর গন্ধ ও ঝাঁজ অসহনীয়। সেজন্য উৎপাদনকারীরা নানারকম মিষ্টি দ্রব্য/মশলা/সুগন্ধি/আসক্তিমূলক দ্রব্য/ফ্লেভার ও রঙ তামাকের সহিত মিশ্রিত করে জনসাধারণকে আকর্ষণ করে থাকে। তাই তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ কমানোর জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনরূপ মিষ্টি দ্রব্য/মশলা/সুগন্ধি/আসক্তিমূলক দ্রব্য/ফ্লেভার ও রঙ ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

(ঘ) **স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়া (Hygienic Manufacturing Practice-HMP) নিশ্চিতকরণ:** তামাকজাত দ্রব্য যে কোন অবস্থায়ই ক্ষতিকর। তদুপরি বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনস্থলে বা কারখানাগুলিতে স্বাস্থ্যসম্মত (HMP) উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কিনা তা পরিবীক্ষণ করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোন নজরদারির (Monitoring) ব্যবস্থা নাই। HMP অনুসরণ করা হলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন বন্ধ হবে যা কারখানা শ্রমিকদের বাড়তি স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাবে। এই কারণে তামাকের উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন স্থলে/ কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা;

(ঙ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিশুশ্রম বন্ধ নিশ্চিতকরণ: উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনস্থলে কম মজুরিতে ব্যাপকভাবে শিশুশ্রম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা প্রচলিত আইনের স্পষ্ট লংঘন। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেহেতু স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশী তাই এ ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুশ্রম বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(চ) মোড়কজাতকরণ (স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং) সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ আরোপ:

(১) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য মোড়কজাত করার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আইন ও বিধিতে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা মুদ্রণ করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু প্যাকেট/ কৌটা/ মোড়কের আকার ও তার মধ্যে নূন্যতম কি পরিমাণ তামাকজাত দ্রব্য থাকবে তার কোন নিয়ম আইন ও বিধিতে উল্লেখ নেই। এ সুযোগে স্বল্প আয়ের ভোক্তাগণের জন্য খুবই ছোট আকারের প্যাকেট/কৌটায় বা খোলা অবস্থায় অল্প পরিমাণে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত/ খুচরা বিক্রয় করা হয়। এ ক্ষেত্রে সর্তকতামূলক বাণী ও ছবি নিয়মানুযায়ী মুদ্রণ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে সাদা পাতা বা আলা পাতা বস্তায় ভরে মজুদ ও বাজারজাত করা হয়। এই বস্তা থেকে ভোক্তাদের নিকট অল্প অল্প করে খোলা অবস্থায় বিক্রয় করা হয়। তাই ন্যূনতম প্যাক-সাইজ (pack-size), আকার (dimension) ও ওজন নির্ধারণ করে দিতে হবে। যাতে প্যাকেটে/ মোড়কে/ কৌটার গায়ে স্পষ্টভাবে সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করা যায়। মোড়কের/ কৌটার ভিতর তামাকজাত দ্রব্যের ন্যূনতম পরিমাণও নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে উহা সহজলভ্য না হয়। খোলা অবস্থায় খুচরা বিক্রেয় নিষিদ্ধ করা;

(২) পলিথিনের মোড়ক/স্যাসেতে (Sachet) তামাকজাত পণ্য মোড়কজাত (pack) করা ও বাজারজাত করা নিষিদ্ধ করা।

(ছ) সরবরাহ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ:

(১) বাংলাদেশে সবচেয়ে সহজলভ্য দ্রব্যের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য অন্যতম। বর্তমানে যে কেউ যে কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য সরবরাহ ও বিক্রয় করতে পারে। এইক্ষেত্রে কোন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারীদেরকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনতে হইবে। এছাড়া কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বাজারে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান করা;

(২) পান- সুপারির দোকানেই সবচেয়ে বেশী তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। তাই পান- সুপারির দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা;

(৩) কোন পাবলিক প্লেসে বা জনসমাগম স্থলে কোন প্রকার তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন/ বিক্রয়/ ব্যবহার বন্ধ করা;

(৪) আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট/দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বয়স নিশ্চিত হবার জন্য প্রত্যেক বিক্রেতা/ ক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্র/ বা ছবিসহ বয়স প্রমানক কোন বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা।

(জ) **তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে/প্যাকেটে/কৌটায় উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং উপাদানসমূহ ইত্যাদি উল্লেখ করা বাধ্যতামূলককরণ**: তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে/প্যাকেটে/কৌটায় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, তামাক ব্যতিরেকে অন্যান্য মিশ্রিত উপাদানসমূহের নামসহ পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা;

(ঝ) কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ: এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত স্ব-স্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা;

(ঞ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ করণ: ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য যাতে সহজলভ্য না হয় সে জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ করা যেতে পারে। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় থেকে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডিলার/বিক্রেতাদের জন্য ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর মেশিন) ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা;

(ট) পাবলিক প্লেস/ পাবলিক পরিবহন/ জনসমাগমস্থলে/ যত্রতত্র থুথু (স্পিটিং) বা পানের পিক ফেলা নিষিদ্ধকরণ: ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের যেহেতু ঘনঘন থুথু বা পিক ফেলতে হয় তাই এর মাধ্যমে তারা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকেন। পাবলিক প্লেস/ পাবলিক পরিবহন/ জনসমাগমস্থলে/ যত্রতত্র থুথু ফেলা (স্পিটিং) নিষিদ্ধের প্রচলিত আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর পরবর্তী সংশোধনীতে যুগোপযোগী করে থুথু এবং পিক ফেলার বিষয়টি সন্নিবেশ করা;

৪। এই কৌশলপত্রের ফলপ্রসু বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।

৫। **আইনের প্রাধান্য:** এ কৌশলপত্রের কোন কিছুই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫-এর পরিপন্থি নয় বরং সহায়ক। এ কৌশলপত্রের কোন বিষয় আইন ও বিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৮.১২.২০১৯
মো: আসাদুল ইসলাম
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ